মুজাহিদ শাইখ আবু হুজাইফা আল-আনসারী حفظه الله

আল-ফুরকান মিডিয়া থেকে প্রকাশিত, দাওলাতুল ইসলামের সম্মানিত মুখপাত্র

শাইখুল মুজাহিদ আবু হুজাইফা আল-আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ'র)

অডিও বার্তার বাংলা অনুবাদ

আত-তিবইয়ান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূলের উপর যিনি আমাদেরকে দ্বীন বিজয় হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন যদিও তা কিছুটা দেরি হয়! শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সাহাবী ও তাবেঈগণের উপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাঁদের উপরও। অতঃপর...

বিগত এক দশক পূর্বে ঠিক এই মুবারক মাসে (রমাদান) দাওলাতুল ইসলাম এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন আর কুফফার ও মুনাফিকদেরকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সেটি ছিল এমন এক অবস্থা যার দ্বারা মুজাহিদগণের সাথে আল্লাহর সুসম্পর্ক, (মায়িয়্যাতুল্লাহ) হিদায়াত, তাওফীক ও নুসরতে'র বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (শুনে রাখুন!) তা হলো এই যে, খিলাফাহ ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়া এবং দীর্ঘদিন তা বিলুপ্ত থাকার পর পূণরায় খিলাফাহ ঘোষণা দেয়ার দিন। (নিঃসন্দেহে) এই পদক্ষেপ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অতঃপর খিলাফাহ রাষ্ট্রের অধীনে থাকা জনগণকে আল্লাহর শরীআহ দ্বারা পরিচালনা করা শুরু হয়। দারুল খিলাফাহ'র মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান শারীয়াতের আলোকে সম্পন্ন করা হয় এবং বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ সহ আরো অন্যান্য বিভাগ সমূহ স্থাপন করা হয়। সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা হয়। এর দ্বারা সৎ কাজের প্রচার-প্রসার ঘটেছে আর মন্দ ও অকল্যান প্রতিহত হয়েছে। এই পদক্ষেপ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মূর্তিগুলিকে ভেঙে দিয়েছে, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে, তাওহীদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, ইসলামের শি'আর তথা নিদর্শনগুলোকে নবায়ন করেছে। ফলে এই খিলাফাহ মুখলিস মুমিনদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, আর কাফের, ফাসেকদের ক্রোধ-উম্মাদনা, জ্বালা-যন্ত্রনা ও বিদ্বেষের উৎসে পরিনত হয়েছে।

সেই সাথে জাহেলী বিশ্বব্যবস্থাকে সমসাময়িক ইতিহাসে পরিচিত সর্ববৃহৎ ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে ইরাক থেকে মোজাম্বিক এবং শামের উপত্যকা থেকে সাহেলের উপত্যকা পর্যন্ত সর্বত্রে প্রকাশ্যে কাফেরদের ঘাড়ে আঘাত করা হচ্ছে।

এই ঘটনাটি (খিলাফাহর ঘোষণা) ছিল সমসাময়িক ইসলামের ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। এটি আত-তাইফাতুল মানসুরাহ (বিজয়ী সম্প্রদায়)কে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে উপনিত করেছে আর এমন একটি ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে, যার উপর নির্ভর করতে হয় আল্লাহর দাসত্বের পথে চলতে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থ: যতক্ষণ না কোনো ফিতনাহ না হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [বাকারাহঃ ১৯৩]

এই বরকতময় ঘটনাটি চলমান "বিশ্বব্যবস্থা"র পাতাগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে এবং ইরাক, শাম থেকে আমেরিকার মিত্র সাহওয়াত ও রাফিযীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতঃপর বুশের আমলে আমেরিকা যেই বিশ্বস্ত গোষ্ঠীগুলোর নিকট মুজাহিদগণের সীমানা ভেঙ্গে দেয়া এবং তাদের নির্মূল করার মিথ্যা দাবি করেছিল, ওবামার ব্যার্থ যুগে সেই মিথ্যাচারিতার গোমড় ফাঁস হয়ে যেতেই সমগ্র বিশ্ব হতভম্ব হয়ে গেল।

এই বরকতময় পদক্ষেপ যা ইহুদি ও ক্রুসেডারদের

এই বরকতময় পদক্ষেপ যা ইহুদি ও ক্রুসেডারদের হৃদয়কে বিভক্ত করে দিয়েছিল, এর ভার শামাল দিতে না পেরে কুফফার দল বর্তমান যুগের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক জাহেলী জোট গঠন করে, যেখানে রোমান, ফরাসী এবং রাশিয়ানরা তাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একত্রিত হয়। আর তাদের পিছনে ছিল বিপথগামী ইহুদি গোষ্ঠী। তারা সবাই মিলে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে একত্রিত করে এবং খিলাফাহর বিরুদ্ধে সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এর ফলাফল কী হলো? আর এই শয়তানী জোটের সমাধানই বা কী?

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দাওলাতুল ইসলাম সেই অবস্থানে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, আহযাবের যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহবীগণ যেই অবস্থানে উপনীত হয়েছিলেন। ইরাক ও শামে অবস্থিত খিলাফাহ'কে লক্ষ্য করে শুরু হওয়া এই বৈশ্বিক আক্রমণের মুখোমুখি হয় মুজাহিদগণ। এই যুদ্ধে খিলাফাহর সৈনিকগণ, নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীর বাহাদুরের মতো লড়াই করেন। ইসতিশহাদী যোদ্ধাগণের কাফেলা প্রতিযোগিতা দিয়ে আল্লাহর দিকে দৌড়িয়েছেন এবং তারা নিজেদের চুক্তি পূরণ করেছেন। ইসলামের সাহায্য ও শরীয়াহ রক্ষার জন্য তারা কল্পনার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের বাইআহ'কে সম্পন্ন করেছেন। তারপর যখন কাফিররা আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা নিজেদের বিমানের সাহায্যে আশ্রয় নেয় এবং যারা খিলাফাহ'র ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে টন টন মিসাইল দিয়ে বোমাবর্ষণ করে। ভবনগুলোকে চুর্ণবিচুর্ণ করে, মানুষদের দেহগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও তারা মন্দ দা'ঈ এবং দাজ্জালী মিডিয়ার সাহায্য সত্ত্বেও (মুমিনগণের) আক্বিদাহ'র কাঠামো ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। এই নৃশংস অভিযানের ধূলিকণা খিলাফাহর রাষ্ট্রের থেকে ছড়িয়ে পড়েনি যতক্ষণ না এটি তার কর্তৃত্বের দ্বারা আফ্রিকা-সাহেলে বিস্তৃত করেছিল, যাতে ইরাক এবং শামে খিলাফাহর সৈন্যগণের রক্ত ফলপ্রসূ হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এর শাখা প্রশাখা পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে যায়, আর খিলাফাহর রাষ্ট্রকে নির্মূল করার যেই দুঃস্বপ্ন ক্রুসেডাররা দেখেছিল তা বৃথা যায়। যুদ্ধের তীব্রতা ও বিদ্বেষের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের সময়কাল দীর্ঘ হওয়া, ব্যয় বাহুল্য বেড়ে যাওয়া, সমাধানের দিগন্তের খোঁজ না পাওয়া এবং ক্রুসেডারদের বৃদ্ধির ফলে এই জোটে দুর্বলতা আসতে শুরু করে। ফলে তা ক্রুসেডার সংঘাতের রূপ ধারণ করে। যদি খিলাফাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে ক্রুসেডার আমেরিকার সমস্যা ইরাক ও শামে সীমাবদ্ধ থাকতো; তাহলে যুদ্ধের পর এই সমস্যা সর্বত্র ব্যাপক হয়ে ওঠতো। খোরাসান, পাকিস্তান, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, মোজাম্বিক, সাহেল, সোমালিয়া, পূর্ব এশিয়া সহ ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য যতো দুর্গ আছে যা তারা খিলাফাহ'র ইমামের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন এবং এর পতাকাকে তুলে ধরেছেন।

অতঃপর আমেরিকা যা চেয়েছিল এবং যা যা আশা করেছিল তার বিপরীতটাই ঘটেছে। ইতোমধ্যে একদিকে খিলাফাহ-রাষ্ট্রের প্রথম দশকের সমাপ্তি ঘটছে, এখনও তার পথ অব্যাহত আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে ক্রমশ তা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শত্রুদের ভ্রান্ত ধারণা কাটতে শুরু করেছে এবং অলিক কল্পনা বিলুপ্ত হচ্ছে।

খিলাফাহ-রাষ্ট্রের এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে। এসময়ের মধ্যে দাওলাতুল ইসলামের সৈন্যগণ - মসুল, রাক্কা, বাগুজ, সিরত, মারাউই, জালাবানা সহ অন্যান্য অঞ্চলে যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর মালাহিমের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। সেই মহাকাব্যগুলো এখনও ইরাকের প্রদেশগুলোতে জ্বলছে। খিলাফাহর অধীনস্থ অঞ্চল- শাম, আফ্রিকা, সাহেল, খোরাসান, পাকিস্তান, পূর্ব এশিয়া, সোমালিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চল এখন বরকতময় জিহাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

খিলাফাহ-রাষ্ট্রের এক দশক পেরিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে খিলাফাহ-রাষ্ট্র আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম যুবকদের প্রজন্মকে অন্ধ ও জাহেলী পতাকার নিচে মৃত্যুবরণ করার হাত থেকে বাঁচাতে সফল হয়েছে। এবং শান্তি, দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্রের মতো যুগের ভয়ংকর মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেলেছে।

খিলাফহ রাষ্ট্র অধ্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সে তার অনুসারীদের থেকে কোনো কিছুকে গোপন করেনি এমনিভাবে কোন বিষয়ে অনুশোচনাও করেনি। এই দশ বছরের মধ্যে চলমান তাওহীদ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ এবং শারিয়াহ'র শাসনের স্বার্থে খিলাফাহ চারজন খলিফাকে উৎসর্গ করেছে। এপথে তাদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তারা সবাই যুদ্ধের ময়দানেই শহীদ হয়েছেন।

তাদের মধ্যে একজনও নিজেদের বিছানায় মারা যাননি। তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য-গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের সাথে ছিলেন হাজার হাজার নেতা ও সৈনিক,

তাদের সাথে ছিলেন হাজার হাজার নেতা ও সৈনিক, যারা এই আদর্শের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় তারাই ছিলেন এর অভিভাবক ও নেতা। আল্লাহ তাদের কবুল করুন এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন।

খিলাফাহ রাষ্ট্রের একদশক পেরিয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যেই খিলাফাহর শত্রু সমস্ত কাফির সম্প্রদায়ই নিমজ্জিত হয়েছে সর্ববৃহৎ ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধে। এই যুদ্ধে তাদের বাহিনী ও মিলিশিয়ারা আটকে গিয়েছে। এখান থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ এখন তাদের কাছে নেই! কেননা যদি তারা বেরিয়ে যায় এবং আমাদের রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তারা পরাজিত হবে আর আমারা বিজয়ী হবো, আর যদি তারা থেকে যায়, তাহলে আমরা তাদের উপর যন্ত্রণা ও ক্ষয়ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেবো। অতঃপর তারা পলায়ন করতে যেতে বাধ্য হবে। ফলে তারা যুদ্ধে হেরে যাবে আমরা যুদ্ধে জিতে যাবো। কারণ তাওহীদের যুদ্ধে মুমিনগণের কোন ক্ষতি নেই।

খিলাফাহ রাষ্ট্রের একদশক পেরিয়ে গিয়েছে, এবং এটি এখনও পর্যন্ত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে। সত্যবাদী তাওহীদবাদীদের হৃদয় সেই ইসলামী ভূমির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করে যেখানে তারা নিজেদের দ্বীন-দুনিয়া ও জিহাদের ক্ষেত্রগুলিতে নিরাপদ থাকতে পারবে, যেখানে তারা নিজেদের পরকাল, স্বজাতির গৌরব এবং ইজ্জতের জীবন গড়ে তুলতে পারে! তারা নিজেরা মারা যায় যেন তাদের জাতি বাঁচতে পারে। এটা কোন অপমানের জীবন নয়।

খিলাফাহ রাষ্ট্র সমস্ত অত্যাচারী শাসকের সাথে লড়াই শুরু করার পর থেকে একদশক পেরিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সে সকল তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাগুত্ব শ্রেণীর মাঝে কোন পার্থক্য করেনি। এটি জাহেলী (গণতান্ত্রিক) নির্বাচন এবং সারিবদ্ধতা তথা ভোট প্রদানের খেল-তামাশায় জড়িত হয়নি, যেমনটি ঘটেছে বিপথগামী সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত বেশিরভাগ গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে। এটি তাগুত্ব সরকারের একটা ষড়যন্ত্র এবং গোয়েন্দা সংস্থার জন্য একটি খেলনার উপকরণ। বিভিন্ন গোষ্ঠী এই পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশ করার পরে এর মূলনীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বসে, অতঃপর স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

একদশক পেরিয়ে গিয়েছে, এখনো খিলাফাহ-রাষ্ট্র তার পতাকা (আদর্শ) পরিবর্তন করেনি, তার মানহাজ শিথিল করেনি। সে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেনি। এটি দর কষাকষি বা আপস করা কিংবা কথিত "শান্তি" মতবাদ স্থাপন করেনি। বরং এই রাষ্ট্র আল্লাহর কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে। এবং নবুওয়াতের উত্তরাধিকারের (আমানত) বহন করে চলছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এটিকে রক্ষা করে যাচ্ছে। এর নেতা এবং সৈন্যিকগণ আল্লাহর নিকট ক্ষমা পেয়ে গেছেন। আমরা তাদের ব্যাপারে এমনই ধারণা করি তবে প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

এই সূত্র ধরে আন্তরিক বন্ধন, অন্তরঙ্গতা ও নসীহতের ভিত্তিতে আমরা ব্যপকভাবে সাধারণ মুসলিমদেরকে আহ্বান করছি আর বিশেষভাবে মুজাহিদ ভাইদের সম্বোধন করে বলছি:

হে খিলাফাহ'র সাহসী সৈনিকগণ! আপনারা যারা আপন রবের কালিমাকে (দ্বীন) বিজয়ী করার করার জন্য আপনাদের আত্মার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন, জ্বলন্ত কয়লাকে আঁকড়ে ধরেছেন, তিক্ততার উপর ধৈর্য ধারণ করে যাচ্ছেন এবং সাহাবী ও তাদের অনুসারীদের পথ অনুসরণ করছেন; আমরা আপনাদেরকে রমাযান মাসে কিয়াম ও জিহাদের পথে অভিনন্দন জানাচ্ছি!

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আপনাদেরকে যথার্থভাবে তাঁর ইবাদাত করা, জিকির করা ও শোকরগুজার হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম সাহায্য প্রদান করেন। আর এই মাসে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন ইবাদাত নেই। কারণ এটি জিহাদের মাস, কিতালেরই মৌসুম। এটাই ছিল আপনাদের নবী ও সাহাবীদের অভ্যাস। তাঁরা যুদ্ধ করে এই মাসটি কাটিয়েছেন। তাঁরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের মাধ্যমে এই মাসের (ইবাদাতের খাতার) শূন্যতাকে পূর্ন করেছেন। সেই মাসটি আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। (জিহাদ-কিতালের) শূন্যতা পূর্ণ করে নিজেদের গৌরব ও মহাকাব্য রচনা করার জন্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

সুতরাং, শুনে রাখুন হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ! আপনাদের পথ দীর্ঘ এবং আপনাদের বোঝা ভারী। অবশ্যই এর জন্য আপনার এমন পাথেয় থাকতে হবে যা আপনারকে সাহায্য করবে ও শক্তি যোগাবে। আপনার সাহায্য ও সমর্থনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং আপনারা জিহাদের ত্যাগ স্বীকার করুন যা এটিকে শক্তিশালী করে তুলবে এবং পবিত্র করবে। আর আমি মনে করি না যে আপনাদের মধ্যে কেউ তার পথের পাথেয় সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর

তবে এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী অনুসারে এটি একটি উপদেশ ও ওসীয়ত। আল্লাহ ﷻ বলেছেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ. [الذاريات]
অর্থ: এবং উপদেশ দিতে থাকো কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

সুতরাং হে খেলাফাহর সৈনিকগণ! নিঃসন্দেহে নবী ও রাসূলগণের প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ হলো তাকওয়া। আমরা নিজেদেরকে এবং আপনাদেরকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে এবং অদৃশ্য ও পত্যক্ষে তাকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ কিয়ামতের দিন এটিই হবে সর্বোত্তম পাথেয়।

একারণেই আল্লাহ ﷻ এটিকে ইসলামের মৃত্যুর সাথে যুক্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران .
অর্থ: হে ঈমানদারগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেই ভাবে ভয় করে, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। তোমাদের মৃত্যু এ অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ [آل عمران ..]
অর্থ: হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন করো, মোকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন করো এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থির থাকো, আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে সফলকাম হতে পারো। [আল-ইমরান: ২০০]

সুতরাং আপনি যে অবস্থায় আছেন যাই করছেন তাতে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করুন। একজন মুমিন সাহায্য প্রার্থনার জন্য সর্বোত্তম যে পথটি অবলম্বন করতে পারে, তা হলো ধৈর্য ও সালাত। সুতরাং আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿ [البقرة]
অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [বাকারা- ১৫৩]

অতঃপর আপনারা আপনাদের প্রতিপালককে অধিক পরিমাণে স্মরণ করুন, তার যিকর করতে থাকুন। এমনকি এটাকে আপনি নিজের সফরে ও হজরে (সার্বক্ষণিক) সঙ্গী বানিয়ে নিন। কারণ আল্লাহর স্বরণ ও জিকির একাকীত্বের সঙ্গী এবং আত্মার খোরাক ও কলবের জীবনশক্তি। আর এটাই হল প্রাচুর্যপূর্ণ সহজ পাথেয়। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা, অবহেলা করার জন্য কোন গ্রহণযোগ্য অজুহাত নেই। কেননা এটি বান্দার সকল পরিস্থিতিতে পাওয়া যায় এবং উপলব্ধি তৈরি হয়। আর মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশি নিশ্চিত, শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় তার চেয়েও বেশি কার্যকরী। আল্লাহ ﷻ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ [الأنفال]

অর্থ: হে মুমিনগণ যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যেন তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। [আনফাল: ৪৫]

অতঃপর আপনারা আপনাদের প্রভু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন, কেননা আল্লাহ উপর ভরসা রাখা সাহায্য ও বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। আল্লাহ কুরআনে তাঁর নবীকে অনেক জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ [الشعراء]

অর্থ: আপনি পরাক্রমশালী পরম করুনাময়ের উপর ভরসা করুন। [সূরা: শুরা - ২১৭]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا [الأحزاب]
অর্থ: আপনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন, কেননা অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। [আহযাব: ০৩]

তিনি ﷻ বলেন:-

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ [الطلاق]
অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। [সূরা: ত্বলাক, ০৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন, তাকে সাহায্য করবেন এবং শক্তিশালী করবেন। সুতরাং আপনারা আল্লাহ তাআলার উপর যথাযথ ভরসা করুন। যথাযথ ভরসার মর্ম এই যে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা, শক্তি সামর্থ্য সংগ্রয় করা, উপকরণের মালিক আল্লাহর সাথে নিজদের সম্পর্ক গভীর করা, অতঃপর

অতঃপর নিজেদের লক্ষপানে অগ্রসর হোন, আর পৃথিবীর কোন শক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, যদিও তারা একচ্ছত্র হয়ে যায়। কেননা এর মাধ্যমেই বিজয় ছিনিয়ে আনবো। আমরা কখনই সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করতে পারবো না। আর এটাই ছিল আপনাদের পূর্ববর্তীদের জিহাদ-কিতালের পাথেয়। তারা কখনো তাদের আধিক্যের কারণে বিজয়ী হননি। সেদিন তারা তাদের বিপুল সংখ্যার কারণে আনন্দিত হয়েছিল। (কিন্তু তা কোন কাজে আসেনি।) পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা তো বিজয়ী হয়েছিল কেবল তাদের অন্তরে ধারণ করা তাজা ঈমানের বলে। সেই সুপ্ত ঈমান প্রকাশিত হয়েছিল তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং তাদের জীবনকর্মে। আল্লাহ ﷻ বলেন:-

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿﴾
[آل عمران ۰]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে অসহায় ছেড়ে দেন তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা। (আল-ইমরান: ১৬০)

সুতরাং মনে রাখুন হে খিলাফাহর সৈনিকগণ! জিহাদ ও তাওহীদের পথে পারস্পরিক আলোচনা যাচাই-বাছাই করা অপরিহার্য নীতি। পূর্ববর্তীদের কাজ কোন সময়ই এই নীতির বিপরীত ছিল না। তারা ছিলেন প্রজন্মের সেরা ও শ্রেষ্ঠ দূত। সুতরাং আপনি এই স্পষ্ট আয়াতগুলো পড়ুন এবং চিন্তা করুন, আর আপনি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহগুলো থেকে জ্ঞান পেয়ে যাবেন। সুতরাং আল্লাহ ﷻ বলেন:-

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿﴾ [آل عمران ۰]

অর্থ: তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকো তহলে (জেনে রাখো) তারাও অনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেই দিনগুলো আমি মানুষদের মধ্যে পালাক্রমে পরিবর্তন ঘটাই, এর উদ্দেশ্য হলো মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ করা। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না (এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য এই যে) আল্লাহ মুমিনদেরকে যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। (আল-ইমরান ১৪০)

আল্লাহ ﷻ বলেন:-

الم. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝ [العنكبوت]

অর্থ: মানুষ কি মনে করে আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত: ১-৩)

দুর্দশা, পরীক্ষা, সংকট, প্রতিকূলতা, প্রকম্পিত, কাফিরও মুমিনদের জন্য পরীক্ষা আর পরীক্ষা, ক্লেশ সত্যবাদীদেরকে মিথ্যাবাদীদের থেকে আলাদা করে দেয় এবং ধৈর্যশীলদের থেকে ধর্মত্যাগীকে পৃথক করেন। এই পথটি আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী নবীদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। আর আমাদের ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই যেভাবে রাসূলগন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং এর উপরে চলেছিলেন। আমাদের পরিণাম তেমনি জীবনটা ঠিক তাদের পরিনাম ছিল।

হে খিলাফাহর সৈন্যকেরা! আপনারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র (আদর্শকে) আঁকড়ে ধরুন, ভালো কাজে আপনাদের আমীরগণের আদেশ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শোনা ও মানা আবশ্যক। আর এটি অতীত এবং বর্তমান সময়ে আপনাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে, এরই মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভিত্তি সংরক্ষিত থাকবে এবং তার মর্যাদা স্থায়ী হবে এবং বিষয়াবলী সুশৃংখল হবে অন্যথায় এর বিপরীতে ব্যর্থতা ঘটবে এবং শক্তি লোপ পাবে। আল্লাহ ﷻ বলেন:-

وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿﴾ [الأنفال]

অর্থ: তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রভাবিত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (আনফাল: ৪৬)

আর আপনারা শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান থাকুন এবং বেঁচে থাকুন। কারণ মানুষ শয়তান এবং জ্বীন শয়তান প্রায়শই এ বিষয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে, তাই শয়তানের দরজা বন্ধ করে দিন এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে তার লাগামকে ছিন্ন করে

তাই শয়তানের দরজা বন্ধ করে দিন এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে তার লাগামকে ছিন্ন করে ফেলুন।

এবং আপনার রবের আদেশকে প্রাধান্য দিন। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ[آل عمران ۰]

অর্থ: তোমরা আল্লাহ রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, বিভক্ত হইও না।

আপনাদের নবীর নির্দেশ, তিনি বলেন:

مَن خلع يدًا من طاعةِ اللهِ، لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ له، ومَن مات وليس في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مات مِيتةً جاهليةً

الراوي: عبدالله بن عمر • الألباني، صحيح الجامع () • صحيح • أخرجه مسلم ()

অর্থ: যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত উঠিয়ে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোন প্রমাণ থাকবে না। এবং যে ব্যক্তি বাইয়াত গ্রহণ না করে মারা গেল সে কেমন জানি জাহেলী যুগের মৃত্যুর মতোই মারা গেল।

সুতরাং এটাই হল ইসলামের বাইয়াহ, ইজমা ও আনুগত্যের অবস্থান। সুতরাং এটিকে আপনারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন এবং বাইয়াত পূর্ণ করুন। এই বিষয়টিতে আমাদের সহকর্মী ও সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত করে, যারা মিডিয়া অঙ্গনে ইসলামী রাষ্ট্রকে সমর্থন করার মতামত পোষণ করে এবং এর জন্য নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে এবং সমস্ত বিশ্ব থেকে এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার নেয়। শোনা এবং মানা তাদের প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং আপনারা শুনুন এবং আনুগত্য করুন এবং পরস্পর সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। আপনারা বিভক্তি ও মতানৈক্য থেকে বেঁচে থাকুন এবং অনর্থক তর্ক এড়িয়ে চলুন। কারণ, এটি অন্তরকে শক্ত করে দেয় এবং সাওয়াব কেড়ে নেয়। আর জেনে রাখুন, আপনাদের কাছে দাওলাতুল ইসলামের (ইসলামিক স্টেটের) অডিও, ভিডিও ও মুদ্রণের বিশাল এক ভান্ডার উপস্থিত এবং সেগুলো এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে, সেগুলো একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই সেগুলো অনুবাদ করা, আপলোড করা, প্রচার করা। এবং নিরাপদ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেগুলো সম্প্রচার করার চেষ্টা করুন।

তাই আপনারা হিদায়াতের বার্তা নিয়ে এবং তার প্রচারের মাধ্যমে বাতিল পন্থীদের ঘিরে ধরুন এবং সত্যের মাধ্যমেই তাদের সন্দেহগুলো দূর করুন। শারীয়াত দিয়ে শারীয়াত'কে এবং সুন্নাহ দিয়ে সুন্নাহকে সাহায্য করুন এবং সুন্দর উপদেশ দিয়ে আপনার পালনকর্তার দিকে আহ্বান করুন। আর প্রত্যেককে তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্তর অনুযায়ী সম্বোধন করুন ও তার সাথে আলোচনা করুন। কেননা, কেবল পয়গাম পৌঁছে দেয়া আপনার দায়িত্ব। এটিই হচ্ছে আপনার জন্য মিডিয়া বিভাগের প্রথম কাজ। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে বার্তা পাঠানো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে এর প্রতিস্থাপন করবেন না সুতরাং এই আমানতের ব্যাপারে মনোযোগী হোন, ইখলাসের সাথে কাজ করুন ও নিবেদিত হন। এবং আপনার ভাইদের অনুসরণ করুন, তাদের সেসকল নির্দেশাবলী মেনে চলুন যা আপনি তাদের অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে পান। (আল্লাহ এর দায়ীদের হিফাজত করুন)।

আমরা ইসলামিক স্টেটের সমস্ত প্রদেশে আরব-অনারব এবং পূর্ব ও পশ্চিমে থাকা সমস্ত প্রদেশের সকল সৈন্য ও সাহসী ঘোড়সওয়ারদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পাঠাচ্ছি। বিশেষ করে **মোজাম্বিক** অঞ্চলের ঘোড়সওয়ারদের প্রতি, যারা খ্রিস্টান ও তাদের সেনাবাহিনীকে ব্যস্তচ্যুত করেছিল এবং তাদের বাসস্থান পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে একেরপর এক উপর লাঞ্ছনা উপহার দিয়েছে। অবশ্যই তারা আফ্রিকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে ন্যায্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।

এমনিভাবে আমরা সেখানকার মুজাহিদীনদের সাম্প্রতিক আক্রমণ এবং বিজয়কেও অভিনন্দন জানাচ্ছি মুসলিম সমাবেশ ও গ্রামে তাদের অক্লান্ত দাওয়াতী প্রচেষ্টার জন্য। অভিনন্দন জানাই সেখানে (দাওয়াতের) নববী পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে। খিলাফাহর সৈন্যরা সত্যিই প্রমাণ করেছিলেন যে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে কোমল। তারা কাফেরদের জন্য লোলিহান আগুন এবং মুসলিমদের জন্য ছিল আলোস্বরূপ ও রহমত। আমরা আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনারা আপনাদের দাওয়াত ও দোয়ার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করুন। আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন এবং ইলম তলব করার জন্য আপনাকে কল্যাণ প্রদান করুন।

আপনাদের জন্যও অভিনন্দন যে, আপনারা এমন এক দেশে শরিয়াহর হুকুমের প্রচার করছেন যা মুসলিমরা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রুসেডাররা নাস্তিকতা ও খৃস্টনাইজেশনের ষড়যন্ত্রের কথা ভুলে যায়নি। আজ আপনারা এখানে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করছেন, লোকদেরকে প্ররোচিত করার এবং খ্রিস্টান বানানোর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, এবং পথপ্রদর্শক কিতাব ও বিজয়ী তরবারি দিয়ে তাদের শত্রুতা প্রতিহত করছেন

আল্লাহ আপনাদের বিজয় দান করুন, আপনাদের হিদায়াত ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করে দিন।

মধ্যআফ্রিকা অঞ্চলের ভাইগণ চেষ্টা ও প্রভাবে তাদের মতোই। তারা পাহাড়ের মত দৃঢ়তার অধিকারী এবং লড়াকু সিংহতুল্য! আপনারা খ্রিস্টানদের উপর অতর্কিত আক্রমণের অপেক্ষায় প্রতিটি স্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন আপনারা খ্রিষ্টানদের প্রতিটি আম্বুসে বসেছিলেন , তাদেরকে হত্যা করেছিলেন, বন্দী করেছিলেন, তাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন, আপনারা ব্যস্তচ্যুতির ক্রমাগত তরঙ্গে প্রবেশ করে তাদের বাণিজ্য ও পরিবহন রুটে আঘাত হেনেছেন। তাই তাদের বাড়ি বা ভ্রমণে তাদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। ফলে মুজাহিদগণ তাদের ক্লান্ত বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে খ্রিস্টানরা তাদের সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং উগান্ডার মিত্ররা জিহাদের তীব্রতা থামাতে ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং আপনারা আপনাদের সমস্ত চেষ্টা সামর্থ ব্যায় করে জিহাদ-কিতাল চালিয়ে যান এবং খ্রিস্টানদের সমাবেশে ও তাদের সরকারী কেন্দ্রে ঢুকে যান। কারণ এটি তাদের জন্য অনেক বেশি কষ্টদায়ক, অত্যন্ত খারাপ অবস্থা ও মারাত্মক কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলবে। আল্লাহ আপনাদের সাফল্য ও বিজয় দান করুন।

এমনিভাবে আমরা **পশ্চিম আফ্রিকার** উপকূলে থাকা খিলাফাহর সাহসী সৈন্যদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা কাফেরদের বাহিনী ও তাদের মিলিশিয়াদের নিঃশেষ করে দিয়েছেন, (কাফের কর্তৃক) আল্লাহর নূর ও আইন নিভিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এবং নাইজেরিয়া তাসাদ, নাইজার, মালি, বুরকিনা ফসো ইত্যাদি উইলায়াত সহ যে সমস্ত ভূমিতে মুজাহিদগণের পদচারণা ঘটেছিল, সেগুলো এখন আল্লাহর আইনের শাসিত হচ্ছে। সেখানে মানুষ তাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপদ আছে। হুদুদ কায়েম হচ্ছে, তাওহীদের অনুসারীগণ সসম্মানে অবস্থান করছেন, আর মুশরিকরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য আফসোস যারা (জিহাদ কিতাল পরিত্যাগ করে) উদাসীন বসে আছে। কতোই না দূর্ভাগ্য তাদের জন্য যারা সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত! আর কাফের ও মুনাফিকদের ক্রোধ কতই না মন্দ ও নিকৃষ্ট।

অতঃপর আমরা **খোরাসান** প্রদেশে খিলাফাহর সৈন্যদের অভিনন্দন জানাই, যারা 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' তথা মুমিনদের সহিত সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব আর কুফফারদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শনের মুর্তপ্রতিক। যাদের আক্রমণ আঘাত হানে সকল মুশরিকদের উপর। তাদের আক্রমণের লেলিহান শিখায় তপ্ত হয়েছে আমেরিকান ক্রুসেডাররা; ভস্ম হয়েছে কুফরের মোড়ল রাশিয়া এবং চীনা কমিউনিস্টরাও। তারা টেনে ধরেছে মুশরিক শিয়া, শিখ এবং হিন্দুদের সিমালংঘনের লাগাম। যার ফলে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়েছে শিরকের কেন্দ্রগুলো। পাশাপাশি এদের প্রবহমান রক্ত মিশ্রিত হয়েছে তাদের রক্ষীবাহিনী, কারজাইয়ের উত্তরাধিকারী ও আমেরিকার তল্পিবাহকদের (মুরতাদ তালেবান মিলিশিয়াদের) রক্তের সাথে।

আমরা প্রশংসাসহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি **পাকিস্তানে** অবস্থানরত আমাদেরই দ্বীনী ভাই ও বীর সিংহদের প্রতি কুফরের লিডার এবং আধুনিক মূর্তি "গণতন্ত্র ও কুফরী নির্বাচনে"র নিকৃষ্টতর পূজকদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের সাম্প্রতিক অভিযানকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তারা (দাওলার সৈনিকগণ) কুফফারদের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের হাতিয়ার প্রয়োগ করেছেন। আর তা হলো একত্ববাদের কুঠার। যা মুসলিমদের মধ্যে বিশুদ্ধ তাওহীদের ভিত্তি গড়ে তোলে। যাতে নেই কোনো কুয়াশার ছাপ বা ধোয়াশার প্রলেপ। মনে রাখতে হবে: গণতন্ত্র স্বতন্ত্র একটি ধর্মবিশ্বাস ও জীবনবিধান; যা ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এবং সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। ছোট-বড় কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামের সাথে এই মতবাদের যোগসূত্র বা মিল নেই।

এমনিভাবে আমরা **পূর্ব এশিয়ার** খিলাফাহর সৈন্যদের অভিবাদন জানাচ্ছি এ জন্য যে, আপনারা অল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যশীলতা ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে সেখানের কাফের সরকার এবং তার মুরতাদ মিলিশিয়া বাহীনির অফিসার ও সৈন্যদের শিকারে পরিণত করেছেন ফিলিপাইনের অরণ্যগুলোকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছেন আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে নসিহত করছি, আপনারা সারিবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ময়দানে অটল অবিচল থাকুন। আপনাদের অভিযান শহরের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করুন। এরপর তাদের বনাঞ্চলকে আপনাদের ঘাঁটি আর শত্রুর প্রধান কার্যলয়গুলোকে আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করুন। সাহায্য প্রার্থনা করুন একমাত্র আল্লাহর কাছে। আর তার উপরই ভরসা করুন। তিনিই আপনাদের সাহায্যকারী এবং তিনিই আপনাদের জন্য যথেষ্ট!

আরো অভিনন্দন জানাচ্ছি **সোমালিয়ার** কঠিন ভূমিতে অবস্থানরত খিলাফার সৈন্যদেরকে তাঁদের দৃঢ়তা ও লড়াইয়ের জন্য। তারা দুই হিজরতের দেশে জীবন বাজি

তারা দুই হিজরতের দেশে জীবন বাজি রেখে ক্রুসেডার এবং মুরতাদদের আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ সত্ত্বেও পূর্ব সোমালিয়ায় মুরতাদ মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রতিক বিজয়ের জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

হে মুজাহিদগণ! সুদৃঢ় থাকুন আর নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করবেন না। এই যুদ্ধকে শত্রুর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিন! শত্রুর নিরাপত্তা বলয় ভেঙে তাদেরকে গুপ্তহত্যা করুন। পাশাপাশি শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলোতে টার্গেট করে হামলা চালিয়ে যান। আর সাহায্য প্রার্থনা করুন আপনাদের একমাত্র অভিভাবক আল্লাহ তাআলার কাছে; যিনি সর্বোত্তম অভিভাবক ও শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী!

এমনিভাবে আমরা **ইয়েমেন**, **সিনাই**, **লিবিয়া**, **তিউনিস**, **ককেশাস** এবং অন্যান্য অঞ্চলের খিলাফার সকল সৈনিক ও দলকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সবার প্রতি আমাদের উপদেশ হলো- আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন। আর মনে রাখবেন, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জিহাদ পরিপক্ব হয় এবং পূর্ণতায় পৌঁছে। এটা আল্লাহর শাশ্বত (চিরন্তন) নীতি এবং জিহাদের পথে তার অমোঘ বিধান! এটি এমন এক স্তর যা পারি দেয়া আবশ্যক। এমনকি আপনাদের পূর্বের সবাই এ স্তর অতিক্রম করেছেন। তাই আপনাদের দৃঢ় ইচ্ছা নবায়ন করুন এবং সংকল্পকে আরো ধারালো করুন। আর এই বিশ্বাস রাখুন যে, কষ্টই হল প্রাপ্তির ফল কখনো অর্জনের সময় আসার পূর্বেই প্রাপ্তির আশায় মেতে উঠবেন না। আর অগ্রসর হোন আপনাদের প্রতিপালকের দিকে এবং মুসাবাকাত (প্রতিযোগিতা) করতে থাকুন কল্যানের ক্ষেত্রে। সুদৃঢ় হোন শিশা ঢালা প্রাচিরের ন্যায় আর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন রণাঙ্গনের তুমুল ঝড়ের জন্য।

এমনিভাবে আমরা **ইরাক**, **শাম**, **ইয়ামান** ও **লেবাননের** মুসলিমদেরকে কিরমানে রাফেযী ইরানের প্রাণকেন্দ্রে বরকতময় অভিযানের কারণে সুসংবাদ ও অভিবাদন জানাচ্ছি। যেখানে খিলাফাহর সিংহ-সেনারা তাদের দুর্গগুলো জালিয়ে দিয়েছেন। তাদের নিকৃষ্ট উপাসনালয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করেছেন। তাদের দেহাবশেষ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে মুমিনদের হৃদয়গুলো প্রশান্তি ও স্বস্তি পেয়েছে। মুজাহিদগণ সর্বত্র রাফেযীদের জন্য অপেক্ষাকৃত বিশাল ঋণের ক্ষুদ্র কিছু হিসাব চুকিয়ে দিয়েছেন। আগামীতেও এমন মরণপণ লড়াই চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর খিলাফাহর সৈনিকেরা তাদের প্রতিশোধ নিবেনই এবং নব উদ্যমে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি কার্যকর করবেন।

ইরানের পর তারা এবার ক্রুসেডার রাশিয়ায় ভয়ানক ও রক্তক্ষয়ী এক হামলা চালিয়েছেন, যা পরিচালনা করেছেন খিলাফাহর কিছু অনারবী সৈনিক। মুজাহিদগণ রাশিয়ার দম্ভ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা লন্ডভন্ড করে দিয়েছেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরেই বরং রাজধানীতেই তারা রাশিয়ার নাগরিকদের হত্যা করেছেন। যেন তাদের উপর তাদেরই ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়েছে। এভাবেই দাওলাতুল খিলাফাহ মুমিনদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবে এবং নিয়েই যাবে আর কাফেরদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে। পাশাপাশি তরবারির আঘাতে মুনাফিকদের টুকরো টুকরো করবেন সুতরাং তারা তাদের ক্রোধ নিয়েই সর্বত্র ধ্বংস হোক!

যে রাষ্ট্র বর্তমানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং অতীতে দীর্ঘ কাল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আমরা তাদের উপর আক্রমণ করার কৈফিয়ত দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধই করছি না। আমরা শাম ও সাহেলের মরুঅঞ্চলে প্রতিনিয়তই তাদের সৈন্যদের রক্ত প্রবাহিত করে যাচ্ছি। তাছাড়া পূর্বেও আমরা সিনাই উপত্যকায় তাদের বিমান ভূপাতিত করেছিলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের তাওফীক আরও বাড়িয়ে দেন।

এবার আমরা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার শত সহস্র ফুলের তোড়া নিবেদন করছি মুমিনদের হৃদপিণ্ড, শামের ভূমি-খাইর, বারাকা, হালব ও হাওরানে অবস্থানরত খিলাফাহর সৈনিকগণের প্রতি। তারা জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত করে যাচ্ছেন এবং অভিযান অব্যাহত রেখেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ সদা-সর্বদা চলমান। তাদের মধ্যে আছেন মরুভূমির মরু-সিংহরা। তারা মরুভূমিতে শত্রুর জন্য ভয়ানক ত্রাসে পরিণত হয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত নুসাইরী ও তাদের মিত্র রুশদের গাড়িবহর পুড়িয়ে চলেছেন। এভাবেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে শত্রুদের লাশের সাড়ি এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো ভরে উঠছে আহতদের ভীড়ে। ফলে শত্রুদের মিডিয়াগুলো দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তারা বুঝতে পারছে না 'বাদিয়া'র খবর তারা কিভাবে প্রচার করবে! আক্রমণকারীদের পরিচয় গোপন রেখে শুধুই ঘটনার বিবরণ দিবে, নাকি অজ্ঞাত বন্দুকধারী বলবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের স্বীকার করতেই হলো। শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে যে,

শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে যে, আক্রমণগুলো তাঁরাই করেছে যারা এখনও অস্ত্র পরিত্যাগ করেননি, যারা তথাকথিত সন্ধি ও দর কষাকষিতে বিশ্বাস করেন না। যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং মুহূর্তের জন্য নুসাইরীদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করেননি। কারণ এ লড়াই কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের লড়াই নয়, বরং এ লড়াই হলো ইসলাম ও কুফরের লড়াই। আর এটাই হলো আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদদের টিকে থাকার মূল রহস্য।

অতঃপর সর্বশেষ আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে অধীর আগ্রহী দারুল খিলাফাহর **উইলায়াত ইরাকের** বীর সিংহদের প্রতি। যারা শুরু থেকেই খিলাফাহর পতাকা নিজেদের বুকে আগলে রেখেছেন। তাঁরাই জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত করেছেন এবং এর সূচনা করেছেন। তারা রাফেযীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন। তাঁরা তাদের কথিত নিরাপত্তা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। ফলে রাফেযীরা প্রতিশ্রুত সাহায্যকে অভিশাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রাফেযীদের সব চক্রান্ত ও অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। স্নাইপার- মুজাহিদগণের বুলেট তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। কখন তাদেরকে পাহারা দেওয়া বিমানগুলো চলে যায় - এই ভয়ে তারা সবসময় সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের উপর পাহারাদার বিমান থাক বা না থাক- আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়ব এবং তাদের বাহিনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করব। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের কদর্যতা থেকে আমরা খিলাফাহর ভূমি ইরাককে পবিত্র করবো বি-ইযনিল্লাহ।

তারপর আমরা পৃথিবীর সর্বত্রে অবস্থানরত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান স্বরূপ বলছি:

হে প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! (মনোযোগ দিয়ে শুনুন!) আজকে গাযায় মুসলিমদের উপর যে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চলছে, অল্প কয়েক বছর পূর্বে এরচেয়ে কয়েকগুণ বেশি ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চলেছে ইরাক, শাম , লিবিয়া, সিনাই ও ইয়েমেনের মুসলিমগণের উপর। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত মিয়ানমার, ভারত ও চীনের মুসলমানদের উপর একইতালে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চলছে। এই সবগুলো মূলত একই ক্ষত এবং এগুলোর সমাধানের পথও এক-অভিন্ন। তা হলো একজন খলীফাহর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং অভিন্ন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা। খলীফাহর পক্ষ থেকে আসা শরীয়তের নির্দেশনা অনুসারে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন দিকে বাহিনী পাঠাবেন। আমরা হুবহু এই কাজটাই করেছি এবং শত সহস্র বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, (আলহামদুলিল্লাহ)। আমরা এই পথে চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এর জন্য আমরা কোনো কিছুর পরোয়া করি না। যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

আমরা আমাদের আগের বয়ানে গাযায় চলমান ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। আমরা সেখানে বলেছি: এখন গাযার মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে হবে অস্ত্র ও তরবারি দিয়ে; বক্তৃতা ও শ্লোগান দিয়ে নয়। আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই তখনই স্বার্থক ও সফল হবে যখন সর্বত্রে অবস্থানরত ইহুদীদের মিত্র ক্রুসেডার ও মুরতাদদের উপর আক্রমণ করা হবে। তাই দাওলাতুল খিলাফাহ গাযার মুসলিমদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইহুদি ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। এর মাধ্যমে মুজাহিদদের ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহমর্মিতার মনোভাব ফুটে উঠেছে।

অতএব হে খিলাফার সৈনিকগণ! আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের অভিযানগুলো বরকতময় হোক এই কামনাই করি। আপনারা কথাকে কাজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাদেরকে সরাসরি ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ করে দেন।

এখানে আমরা আবারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিংহদের উৎসাহ প্রদান করছি। তারা যেন সবখানে ইহুদি ও ক্রুসেডার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং ইহুদিদের দখলে থাকা কুদস ও ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে থাকা সিংহদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হে মুজাহিদ! হে একাকী শিকারী! ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যদি একাকী একদল মুশরিক তথা শত্রুসেনার মাঝে ঢুকে পড়ে তাহলে সে কি ঐ লোকদের মাঝে গণ্য হবে - যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে? তিনি বললেন: না। কারণ আল্লাহ جل جلاله তাঁর রাসূলকে ﷺ বলেছেনঃ

কারণ আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে ﷺ বলেছেনঃ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
অর্থ: সুতরাং (হে নবী!) আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন। আপনার উপর আপনার নিজের (দায়িত্ব) ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই। (আন নিসা- ৮৪)

মনে রাখবেন! যুদ্ধ ও রণাঙ্গন ইহুদি-খ্রিস্টানদের দেশে স্থানান্তর করা তাদের জন্য অত্যাধিক কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। তাই আপনারা নিয়তকে নবায়ন করুন এবং চেতনা শাণিত করুন। সবখানে ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে মারার জন্য উৎ পেতে থাকুন। পাশাপাশি আপনারা আপনাদের মহান দায়িত্ব ও বিরাট প্রতিদানের কথা ভুলবেন না। আপনারা তো আপনাদের জীবন আপন রবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
অর্থ: সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর নিহত হবে বা জয়যুক্ত হবে, (সর্বাবস্থায়) আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব। (আন নিসা-) ৭৪

হে মুসলিমগণ! পবিত্র ও সম্মানিত এই রমাদান মাসে আমরা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে আমাদের উপর সিয়াম ফরজ করেছেন তদ্রুপ তিনি আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
অর্থ: তোমাদের উপর (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। —আল বাকারা - ২১৬

যেমনিভাবে তিনি ﷻ বলেছেনঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
অর্থ: তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।—আল বাকারা - ১৮৩

যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদের জন্য আল্লাহর সকল বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা অত্যাবশ্যক। এখানে কিছু মানা আর কিছু পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আজকে অধিকাংশ সিয়াম পালনকারীরা কেন জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলা মাজুর ছাড়া বাকি সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন: اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا
অর্থ: (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় [আত তাওবাহ্ - ৪১]

অর্থাৎ যুবক ও বৃদ্ধ সবাই জিহাদে বেরিয়ে পড়ো; অবস্থা অনুকূল হোক বা প্রতিকূল।

পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরিয়ত সম্মত সব উপায়ে জিহাদ করার আদেশ করেছেন। তিনি ﷻ বলেছেন: وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
অর্থ: এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। [আত তাওবাহ্ - ৪১]

আয়াতে জান, মাল ও যবান তথা দলিল ও প্রমাণ এই সবকিছু দিয়ে জিহাদ করতে আদেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মধ্যে মিডিয়াও অন্তর্ভুক্ত। আর বর্তমান সময়ে যুদ্ধে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম।

হে মুসলিমগণ! আমরা আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি এবং আহ্বান করছি। আপনারা হিজরত করুন এবং বেরিয়ে পড়ুন। মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়ে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান পালন করুন। এর মাধ্যমে আপনাদের দ্বীনের নুসরত হবে এবং উম্মতের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার হবে। জিহাদ ছাড়া মুসলিমদের মর্যাদা, গৌরব ও নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের অন্য কোন পথ নেই।

এখানে আমরা দারুল কুফরে অবস্থানরত বিভ্রান্ত যুবকদের বলব যারা কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির জালে আবদ্ধ, পাশাপাশি উম্মতের ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-দুর্দশা তাদেরকে ব্যথিত করে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না তাদের করণীয় কী? তাই একবার তারা সামনে অগ্রসর হয় আরেকবার পিছু হটে। আপনারা কাল বিলম্ব না করে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের সাথে জিহাদের সাড়িতে যোগদান করুন। মুমিন ভাইদের সাথে অবস্থান করুন, তাহলে আপনাদের দ্বীন নিরাপদ থাকবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আপনারা সফল হবেন।

যখন আমরা খিলাফাহ ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন আমরা কেবল খিলাফাহর ভূমি ইরাক ও শামে হিজরতের জন্য উৎসাহ প্রদান করছিলাম। কিন্তু আজ খিলাফাহর ভূমি পশ্চিম আফ্রিকা, সাহেল, পূর্ব এশিয়া, খোরাসান ও পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আফ্রিকাতে খিলাফাহর সৈনিকগণ এখনও তাদের পথচলা অব্যাহত রেখেছে

আফ্রিকাতে খিলাফাহর সৈনিকগণ এখনও তাদের পথচলা অব্যাহত রেখেছে এবং তাদের সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাজিরগণ।

হে মুসলিম উম্মাহ! হে কুরআনের জাতি! এমনও বহু মানুষ খিলাফাহর কাফেলায় যুক্ত হয়েছে এবং খিলাফাহকে শক্তিশালী করছে যারা আরবিতে কালিমাহ শাহাদাহ ও কুরআনের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু আক্বীদাহ, ওয়ালা-বারা ও জিহাদের মানদণ্ডে তারা তাগুতের পদলেহনকারী কথিত আলেমদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আল্লাহ ﷻ সত্যই বলেছেন:

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ

অর্থ: যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মদ -৩৮)

অতঃপর, সকল বন্দী মুসলিম ভাই-বোনদের বিষয়ে আমাদের কথা, এ কথা বড়ই কষ্টের, তাদের বিষয়টি সামনে আসলেই আমাদের যে কারো মাথা নুয়ে পড়ে, তাদের উদ্দেশ্য কি বলবে দিশেহারা হয়ে যায়? তাদেরকে কি উত্তর দিবে? কিছু বলতে চায় আবার পিছিয়ে যায়, কিছু লিখতে চায় আবার মুছে ফেলে.. কিন্তু পরিশেষে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ হিসেবে কিছু কথা বলতেই হয়।

হে মুমিন-মুমিনাত, বন্দী ভাই-বোনেরা! আমাদের ঘাড়ে আপনাদের কঠিন ঋণের বোঝা চেপে আছে, আমরা শীঘ্রই এটা পরিশোধ করবো, এর মূল্য যত বেশীই হোক-না কেন। আপনাদের জন্য আমাদের দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার রয়েছে আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করবো যত কঠিন পরীক্ষা-ই আসুক না কেন। কেননা আপনারা দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছেন। এবং আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা ও মুসলিমদের ইমান-আক্বীদা সুরক্ষা করতে গিয়ে কত বিপদ-আপদ ও অত্যাচার-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন।

হে বন্দী ভাই-বোনেরা! হে সবরকারী নারী-পুরুষগণ! নিশ্চয় মুজাহিদগণ কথার ফুলঝুরি ও ফাঁকা বুলি আওড়ানোর মতো লোক নন। কেননা তারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনাদেরকে যে কোন মূল্যে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবেন, এবং তারা করেছেনও। ইরাক, শাম ও খুরাসান, কঙ্গো, নাইজেরিয়াসহ আরো বহু অঞ্চলের কারাগারগুলো এর সাক্ষী।

এ পর্যায়ে আমরা আমীরুল মু'মিনীন হাফিজাহুল্লাহ-এর বার্তাটি আপনাদেরকে পড়ে শুনাচ্ছি, তিনি বলেন:

"বিশ্বের সকল বন্দী ভাইদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, মানুষ আপনাদেরকে ভুলে গেলেও আপনাদের কি'বা আসে যায়, যেখানে রাব্বুল 'আলামীন আপনাদেরকে স্মরণ করেন! কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ভগ্ন হৃদয়ের সাথে থাকেন। এটাও বান্দার প্রতি আল্লাহর পরম করুণার একটি প্রতিচ্ছবি যে, তিনি বান্দার হৃদয়কে ভেঙ্গে দেন যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। আর তিনি বান্দার সামনে তাঁর দরজা ব্যতীত অন্য সকল দরজা বন্ধ করে দেন যেন তারা সব জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে দূর্বল ও অসহায় অবস্থায় তাঁর চৌকাঠে এসে ধরণা দেয় তাঁর ক্ষমা, অনুগ্রহ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, যেন তিনি তাদের দিকে তাকান, তাদের অবস্থা দেখেন। সুতরাং আপনাদের প্রতি আল্লাহর এটুকু অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু না থাকলেও এটা আপনাদের শান্তনা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কাজেই, এগুলো চিন্তা করে মনকে প্রবোধ দিন এবং চক্ষু শীতল করুন। এবং জেনে রাখুন, এই পরীক্ষার জন্য আল্লাহ ⊠ একটি সীমিত সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন আর আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী এটি অতিবাহিত হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই।

اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা ত্বলাক-৩)

আর আপনাদের এই মহান অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে আপনারা শক্তিশালী অস্ত্র ও ধারালো তরবারি তথা, দোয়ার মাধ্যমে আপনাদের ভাইদেরকে সাহায্য করুন, যেন আল্লাহ ﷻ তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান করেন। কেননা আল্লাহর তাওফিকের পর আপনাদের দোয়াই তাদের যুদ্ধের পাথেয় এবং আপনারাই তাদের শক্তি যোগানদাতা।

কাজেই, আপনাদের এই ভূমিকাকে ছোট মনে না করে দোয়া করতে থাকুন এবং মহান রবের পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা করুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, শীঘ্রই আল্লাহ আপনাদের মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন যখন বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা কঠিনকার ধারণ করে এবং দুঃখ-কষ্ট তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

অর্থ: তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারা- ২১৪)

অর্থাৎ, মুমিনদের উপর যখন পরীক্ষা নেমে আসে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা ও সংকটের মুখোমুখি হয় তখন তারা আল্লাহর সাহায্যে আসছে না বলে মনঃক্ষুণ্ন হয় আর এসব কথাবার্তা তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসলে তারা আবার নিজেদের অভিযোগ-অনুযোগ ও ধৈর্যচ্যুতির জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় "

[আমীরুল মু'মিনীন -হাফিজাহুল্লাহ-'র কথা এখানেই সমাপ্ত]

হে মুয়াহহিদগণ! আমরা জানতে পেরেছি আল-হোল ক্যাম্পে সংযমশীল মুমিন নারীদের উপর পিকেকে মুরতাদরা তাদের ক্রুসেইডার মনিবদের সহযোগিতায় এক নৃশংস হামলা পরিচালনা করেছে। সেখানে পিকেকে ইতরগুলো নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেছে দুর্বল মুমিন নারীদের উপর... অন্যসকল ক্ষেত্রে মুখের জবাব চললেও এখানে তা অচল। কর্ম ছাড়া আর কোন মাধ্যমে আমরা এর জবাব দিতে চাই না.. কেননা তরবারির ভাষা কিতাবের ভাষার চেয়ে অধিক কার্যকর। লোহাকে যেমন লোহা ছাড়া কাটা যায় না, তেমনি সতিসাদ্ধি নারীদের সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধে বিচ্ছিন্ন মাথা, প্রবাহিত রক্ত ও ছড়ানো ছিটানো লাশের সারি ব্যতীত কোন কিছুতেই অন্তর প্রশমিত হয় না।

হে শামের খিলাফাহর সৈনিকগণ! রাক্কা, বারাকাহ ও খাইর অঞ্চলের হে সিংহপুরুষরা, আমাদের এই বক্তব্য যদি আপনাদের কাছে পৌছে থাকে তবে আপনারা আপনাদের তরবারীসমূহ কোষমুক্ত করুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন শত্রুদের উপর এবং বেড়িয়ে যান পিকেকের কমান্ডার, তদন্তকারী, কারারক্ষীসহ আল-হোলে নিয়োজিত তাদের প্রতিটি সদস্যের খুঁজে.. তাদেরকে দেখিয়ে দিন মুসলিমদের সম্ভ্রমহানি করে আপনাদেরকে রাগান্বিত করার পরিণতি কত ভয়াবহ হয় এবং বুঝিয়ে দিন আপনাদের আত্মমর্যাদার স্বরূপ। দলে দলে কিংবা একাকী অঙ্গীকারবদ্ধ হোন এবং মৃত্যুর উপর বায়াত গ্রহণ করুন। ইস্তিশহাদী ও ইনগিমাসী ভাইদের মাধ্যমে এই অভিযান বাস্তবায়ন করুন। চেষ্টা করুন শত্রুদেরকে যেন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম উপায়ে হত্যা করা যায়। তাদেরকে হত্যার এমনসব ভয়ংকর দৃশ্য তৈরী করুন যেন তা চিরস্মরণীয় ও দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যায়। কেননা আল-হোলের অর্থ যেমন ভয়াবহ, তার প্রতিশোধও হতে হবে তেমনি ভয়াবহ। এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আপনাদের অধিকাংশ নিহত হলেও তা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট জীবের হাতে মুসলিমদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হওয়ার লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। আর হ্যাঁ, এই প্রতিশোধের জন্য আপনারা কোন সময়সীমা নির্ধারণ করবেন না, এবং শরীয়াহর সীমারেখা ছাড়া অন্য কোন সীমারেখা দাঁড় করাবেন না.. অতপর তাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করুন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন.. আঘাত করুন তাদের ঘাড়ের উপর, আঘাত করুন তাদের সর্বাঙ্গে।

অতঃপর, পিকেকের কমান্ডার, সৈনিক ও গোত্র প্রাধানদের উদ্দেশ্য আমরা বলতে চাই: তোমরা তো তোমাদের পূর্বসূরি ইরাকের সাহওয়াতদের চাইতে অনেক বেশি তুচ্ছ ও হীনবল। তারাও তোমাদের মতো আমেরিকার পা-চাটা গোলাম ও সেবাদাস ছিলো। অতপর তাদের ভয়াবহ পরিণতি এমনসব ইতিহাস তৈরী করেছে, যুগযুগ ধরে মানুষ যার স্মৃতি চারণ করে বেড়াবে আমরা তোমাদেরকে তাদের মতো পরিণতি ভোগ করার হুমকি দিবো না। বরং আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তাদের চেয়ে আরো বেশি ভয়াবহ হবে তোমাদের পরিণতি, যেখানে থাকবে মৃত্যুর সবচেয়ে কুৎসিত ও কদাকার দৃশ্যগুলো, চারদিকে ভেসে বেড়াবে শোকের মাতম, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তোমাদের মাথার চুলও পেকে যাবে। আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

হে ক্রুসেইডাররা! হে ইহুদিরা! হে বিশ্বের সকল কুফফার সম্প্রদায়: তোমরা মনে করেছিলে, দাওলাতুল খিলাফাহর সাথে তোমাদের যুদ্ধ একটি সাময়িক সংঘাত। মনে করেছিলে এই দাওলাহ নিঃশেষ হয়ে যাবে আর তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্লান-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

মনে করেছিলে এই দাওলাহ নিঃশেষ হয়ে যাবে আর তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্লান-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এগিয়ে যাবে কোন বাঁধা-বিপত্তি ছাড়াই। কিন্তু মহান আল্লাহ তোমাদের সকল আশা ধূলিসাৎ করে দিলেন, নস্যাৎ করে দিলেন তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র। ফলে আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছো, খিলাফাহর রাষ্ট্র একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে প্রত্যেকবারই তারা পূর্বের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসছে । অবশেষে তোমাদের অবস্থা এমন হলো যে, তোমাদের মিত্রজোট আরব তাগুতদের নিয়ে তোমরা নিয়মিত জোট মিটিং করো আর শুধু সমস্যা ও সংকটের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হও, কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছোনা, (এবং পাবেও না) কারণ এর কোন সমাধান নেই!

তোমরা তো আন্তর্জাতিক জোট গঠন করে ইরাক ও শামে খিলাফাহর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সংকট নিরসনের সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে একত্রিত করেছিলো হতভাগা কুফফার রাষ্ট্র ও ইতর বিশেষ জাতিসমূহকে। অতপর আমাদের উপর বিজয় লাভের ঘোষণা দিয়েছো, যেমন ঘোষণা দিয়েছিলে ইতোপূর্বে ইরাকের ভূমিতে। কিন্তু এই দেখো আমরা আবারো ফিরে এসেছি এবং তোমাদের সকল মিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ পরিচালনা করছি। অপরদিকে তোমরা ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছো না, কোন সমাধানও খুঁজে পাচ্ছো না.. কারণ, এর কোন সমাধান নেই!

আমেরিকার তাগুতরাও উত্তরাধিকার সূত্রে একের পর এক বহন করে যাচ্ছে এই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি। বুশের আমলে তারা ইরাকে জিহাদের অগ্নিশিখা নিভিয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পর ওবামার আমলে এসে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় বাঁধা প্রদানে তারা আরো চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এরপর আরো একদফা ব্যর্থ হয়েছে বুড়ো আহাম্মক ট্রাম্পের শাসনামলে। সর্বশেষ আল্লাহর জমিনে খিলাফাহর কর্তৃত্ব বিস্তারে বাধা প্রদান করতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিলো বুদ্ধিভ্রষ্ট বাইডেন। কেননা এ জমিন আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহর মুমিন বান্দাদের কাছে আমেরিকার ব্যর্থতার এই ধারাবাহিকতা এখনো চলমান রয়েছে।

মূলত দাওলাতুল খিলাফাহ আমেরিকা ও তার মিত্রদেরকে এমন এক দীর্ঘ মেয়াদী শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধে টেনে এনেছে যার ক্ষেত্র পুরো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। ফলে খিলাফাহর ঘোষিত একটি মাত্র যুদ্ধে একই সময়ে একাধারে বহু রাষ্ট্রে আমেরিকার মিত্রদেরকে আঘাত করা হচ্ছে। আর কাফের বাহিনীগুলো এই যুদ্ধসমূহের মোকাবেলায় শুধু তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও নিহতদের লাশগুলো একত্রিত করা ছাড়া আর কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না।

ভেবে দেখো হে আমেরিকা! আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে তুমি কিভাবে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছিলে? তখন তারা ছিলো বহু জামাত ও দলে বিভক্ত আর এখন তুমি যুদ্ধ করছো তাদের বংশধরদের সাথে যারা মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন এক রাষ্ট্রকাঠামো উপহার দিয়েছে, যা তোমার আন্তর্জাতিক জাহেলী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। যার অধিনে রয়েছে বিশ্বজুড়ে বহু উলায়াত। আর বর্তমান ইরাক সেই বৃহৎ রাষ্ট্রের উলায়াতসমূহের একটি উলায়াতমাত্র। তবে আমরা কোন শক্তি ও সক্ষমতার মানদণ্ডে তোমার সাথে যুদ্ধ করি না। আমরা বরং যুদ্ধ করি ইমানের শক্তি দ্বারা যার দৃঢ়তা পাহাড়কেও হার মানায়।

হে আমেরিকা, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমার তূনীরে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি? যে জোট তুমি গঠন করেছিলে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সে তো আজ নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ বাঁধানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। তুমি কি পারবে পুনরায় এমন আরেকটি জোট গঠন করতে? নাকি তুমি নির্ভর করবে তোমার আফ্রিকান ভার্সনের সেই ব্যর্থ জোটের উপর যারা আজ পর্যন্ত নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটমাট করতে পারেনি। যাদের অর্থের যোগান দিতে এখনও তুমি মানুষের দ্বারে দ্বারে অনুনয়-বিনয় করে যাচ্ছো। অন্যদিকে তারা আফ্রিকা ও সাহেলের যুদ্ধের অগ্নিশিখায় জ্বলেপুড়ে মরছে।

তোমার তূনীরে আর কী-বা অবশিষ্ট আছে হে আমেরিকা! অতীতের সব যুদ্ধেই তুমি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছো। ইতিমধ্যে তোমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে আশংকাজনকভাবে আর একের পর এক সংকট যেন তোমাকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই তোমার পিছু ছাড়ছে না। আর শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন তুমি রাফেদী গোলামদেরকে পরিত্যাগ করবে, তাদের আকাশ সীমানায়ও তোমার উপস্থিতি থাকবে না সেদিন। এভাবে তুমি তাদেরকে ঠেলে দিবে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে সংঘটিত হবে আরেকটি স্পাইকার, তৃতীয়বারের মতো পুনরাবৃত্তি ঘটবে ঐতিহাসিক ফাল্লুজাহর। বরং তার চেয়ে আরো কঠিন ও ভয়াবহ হবে, বি-ইযনিল্লাহ। ইরাক

ইরাক থেকে তোমাদের প্রথম প্রস্থান ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো বলে তোমরা অনুতপ্ত হলেও এবারে ইরাকে থেকে যাওয়াটাই হবে তোমাদের মস্ত বড় ভুল। আর এতদিন যাবত তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রক্সি যোদ্ধা হিসেবে ইরানি জনসাধারণ ও মুরতাদ সাহওয়াতদেরকে ব্যবহার করলেও সামনের দিনগুলোতে তোমাদের সাথে আমাদের লড়াই হবে মুখোমুখি লড়াই। লড়াই হবে মুসলিম ও কাফেরের মাঝে, একদিকে থাকবে আল্লাহর বান্দা অপরদিকে থাকবে ক্রুসেইড-পূজারীরা। আমরা এখনও দাবিকের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। এসমস্ত নববী প্রতিশ্রুতির জন্য খিলাফাহর সৈনিকগণ সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر

অর্থ: দ্বীন রাতের পালাবদল হয় এমন সকল স্থানে এই দ্বীন পৌঁছে যাবে। এমনকি কোন মাটির অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই দ্বীন পৌছিয়ে দিবেন না; সম্মানিত লোকের ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিত লোকের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে। সম্মানিত লোকের দ্বারা তিনি ইসলামকে সম্মানিত করবেন আর লাঞ্ছিত লোকদের দ্বারা তিনি কুফরকে লাঞ্ছিত করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেনঃ

وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিরোধ্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

মুজাহিদ শাইখ আবু হুজাইফা আল-আনসারী
(হাফিজাহুল্লাহ)

مؤسسة التبيان

আত-তিবইয়ান

'আত-তিবইয়ান মিডিয়া' - কর্তৃক অনুবাদিত

১৭ ই রমাদান, ১৪৪৫ হিজরী